Name of the study area: Rural
Data Type: IDI with Household.
Length of the interview/discussion: 47:04 min.
ID: IDI_AMR107_HH_R_ 24 May 17

Demographic Information:

Gender	Age	Education	Healthcare decision maker or caregiver	Income	Ages and gender of children living in HH	Ages and gender of older adults living in HH	Ethnicity	Family members
Female	28	Class-VII	Caregiver	6000 BDT	2 Years-Female	No	Banglai	Total= 4; Child-1, Husband &Wife, Daughter-1

প্রশ্নকর্তা: রেসপনডেন্ট নেম ....., গ্রাম: নিজ গ্রাম , ইউনিয়ন: নিজ ইউনিয়ন। রেসপনডেন্ট আন্ডার ফাইব চিলড্রেন, কেয়ারগিভার। মা ।

প্রশ্নকর্তা: তো, আপা! আ!! আমি .....। আমি আসছি ঢাকা মহাখালি কলেরা হসপিটাল থেকে। আমরা একটা গবেষনার কাজে এখানে এসেছি এবং আমরা একটা গবেষনা করছি, যেটা দ্বারা আমরা বুঝার চেষ্টা করছি, এই যে আমরা মানুষ ।

উওরদাতা: হু..

প্রশ্নকর্তা: থাকি মানুষ এর শরীর স্বাস্থ্য এবং আপনার কি গবাদি পশু আছে?

উওরদাতা: আছে দুইটা ।

প্রশ্নকর্তা: দুইটা গবাদি পশু আছে, নাহ। তো এই যে পশু প্রানী ও আপনার আছে সেক্ষেত্রে এরা যদি কোনো ধরনের অসুস্থতা হয় তখন কোথায় যান? পরামর্শ বা চিকিৎসা এর জন্য কোথায় যান? কার কাছে যান? এই এবং কোনো এন্টিবায়োটিক কিনেন কিনা ? হ্যে এই কতগুলা বিষয় নিয়ে আমরা আপনার সাথে কথা বলব এবং এই এন্টিবায়টিক এর ব্যবহার, ক্রয়ের পর সেগুলা কিভাবে ব্যবহার করেন? এই কতগুলো বিষয় নিয়ে আমরা একটু কথা বলব আপনার কাছ থেকে কিছু বিষয় জানতে চাইব। হ্যেহ। তো গবেষনা থেকে এগুলো আপনার হয়তবা ডিরেক্টলি এখন কোনো উপকারে আসবেনা এইযে ধরেন আপনার বাচ্চা অসুস্থ হইসে বিভিন্ন সময় আপনারা ডাক্তার কবিরাজ এর কাছে গেছেন। কবিরাজ এর কাছে যান। হ্যে । তো এগুলা আরকি আমরা জানার চেষ্টা করতেছি যে কি ধরনের ঔষুধ আমরা খাই? কি করি ? হ্যে । এই বিষয় গুলো। তো এগুলা জানলে কি হবে জানলে আমাদেরকে যটা করব আমরা বা জনগন কে উৎসাহিত করতে যাতে এন্টিবায়টিক এর যথাযথ নিরাপদ ব্যবহার যায়। এন্টিবায়োটিক যে আপনার কাছ থেকে যে তথ্যগুলো পাবো; এই গবেষনা আমরা যা করতেছি সেটাদিয়ে যে তথ্যগুলো পাবো সেটাদ্বারা আমরা বুঝার চেষ্টা করতেছি যে মানুষ এন্টিবায়টিক এর নিরাপদ ব্যবহার বা যথাযথ ভাবে ব্যবহার করে কিনা এবং ব্যবহার করলে কি উপকৃত হবে? এই কতগুলো বিষয় নিয়ে আমরা আপনাদের সকলের সাথে কথা বলব আরকি। তো আপা আপনি তো আমার সাথে কথা বলতে রাজি আছেন? তাই না?

উওরদাতা: হ্যাঁ । রাজি আসি ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । তাইলে আমি একটু প্রথমেই শুনব, আপনি একটু আপনার পরিচয় দেন। আপনার আ.. বাড়ি, আপনার নাম একটু বলেন।

উওরদাতা: নাম বলুম আগে?

প্রশ্নকর্তা: হ্যাঁ ।

উওরদাতা: আমার নাম ..... ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যাঁ । আমার বয়স?

উওরদাতা: বয়স ২৮

প্রশ্নকর্তা: আর । পড়াশুনা?

উওরদাতা: ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়ছি।

প্রশ্নকর্তা: ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়সেন না? পরিবারে কে কে আসে আপনার এখানে?

উওরদাতা: আমার দুই মেয়ে এক ছেলে।

প্রশ্নকর্তা: দুই মেয়ে এক ছেলে। আপনি কি করেন?

উওরদাতা: বাড়িতেই, এখানেই কাজ করি।

প্রশ্নকর্তা: এখানেই কাজ করেন। আপনাদের দুই মেয়ে এক ছেলের কথা বল্লেন একদম ছোটোটার বয়স কত?

উওরদাতা: দুই বৎসর।

প্রশ্নকর্তা: দুই বছর । তো ওর দেখাশুনা বা করে কে? ওর খেয়াল টেয়াল রাখে কে?

উওরদাতা: আমি।

প্রশ্নকর্তা: আপনিই রাখেন। তাইলে মানি ওর দেখভাল এর দায়িত্ব ওর যা যা লাগে যাবতিয় সবকিছুই..

উওরদাতা: আমিই করি।

প্রশ্নকর্তা: আপনেই করেন, না। আচ্ছা । তো এখানেকি অন্যকেও মাঝে মধ্যে এসে খায় এক সাথে আপনাদের এখানে বাড়িতে কেউ আসে?

উওরদাতা: আসে।

প্রশ্নকর্তা: আসে?

উওরদাতা: আসে। আমার মা-বাবা আসে। আমার ভাই আসে বোন আসে।

প্রশ্নকর্তা: আপনার মা-বাবা আপনার ভাই বোন ।

উওরদাতা: আমার দুইটা ফুফু আসে।

প্রশ্নকর্তা: ও দুইটা ফুফু আসে। ওরা কখন আসে কখন যায়? কি অবস্থা বলেন তো?

উওরদাতা: এইযে এখন জানুয়ারীর শেষে হল।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা: ওদের আনা লাগবে ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা: এই সময় আইব।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা: আবার এমনেও মাঝে মধ্যে অসুস্থতা হইলে তখন আসে।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা: বা আজকে এরকম সমস্যা আজকেও আসছিলো সকাল বেলা। আবার চইলা গেছে।

প্রশ্নকর্তা: একটা হইসে বেড়াইতে আসে বা কোনো একটা কাজে পড়ে গেলে আসে ।

উওরদাতা: বেড়াইতেই আসে। হু ।

প্রশ্নকর্তা: তো এখানে কি পারমান্টেলি থাকে কিনা ওরা?

উওরদাতা: না। থাকে না ।

প্রশ্নকর্তা: পারমান্টেলি থাকে না। আপনার বাড়িতে কয় ঘর?

উওরদাতা: দুইটা।

প্রশ্নকর্তা: দুইটা ঘর। আপনার ঘর আর কার ঘর?

উওরদাতা: এইত একটা হইল থাকার ঘর, আর একটা পাকের ঘর।

প্রশ্নকর্তা: এই দুইটা হইসে আপনার ঘর।

উওরদাতা: হুম ।

প্রশ্নকর্তা: এগুলা কিসের তৈরী?

উওরদাতা: টিনের।

প্রশ্নকর্তা: টিনের তৈরী, না? আচ্ছা। আর বাড়ির মধ্যে এমনি খানা কয়টা? কয় ঘর আসেন আপনারা? পরিবার কয়টা?

উওরদাতা: দুইটা।

প্রশ্নকর্তা: দুইটা। কে কে আসে?

উওরদাতা: আমি, আমার দেবর ।

প্রশ্নকর্তা: হুম। আচ্ছা। ত আপনাদের এই খাবার পানিটা কোথা থেকে নেন?

উওরদাতা: টিউওবয়েল থেকে ।

প্রশ্নকর্তা: কোথায় এটা? কি টিউবয়েল এটা?

উওরদাতা: ডিপটিউওবয়েল।

প্রশ্নকর্তা: ডিপটিউবয়েল। এটা কি আপনারা শুধু খান ? নাকি অন্যরাও খায় এটা কি একটু বলবেন?

উওরদাতা: তিন বাড়িরা

প্রশ্নকর্তা: তিন বাড়ি?

উওরদাতা: হুম । আমি আমার দেবর আর ঐই পাশের বাড়ি এক কাক্কি

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তো তিন বাড়ি বলতে তি..এই তিন বাড়িতে কয় পরিবার এর পানি এরা খায় এই টিউওবয়েল থেকে?

উওরদাতা: এই টিউবয়েল এর পানি তিন পরিবারই ।

প্রশ্নকর্তা: তিন পরিবারই খায়। আচ্ছা। আর এইতো এটা হইতেসে খাওয়ার জন্য এছাড়া এইযে আপনার গবাদী পশু গরুর কথা বলছেন গরু আছে.

উওরদাতা: হুম। দুইটা ।

প্রশ্নকর্তা: এরা কোথায় থেকে ? এদের খাওয়া দাওয়ার পানি বা এই গরুরে খাওয়ান না পানি?

উওরদাতা: টিউবওয়েলের পানি

প্রশ্নকর্তা: বা গোসল এগুলা কোথা থেকে করান?

উওরদাতা: টিউবওয়েলের পানি খাওয়াই , পুকুরে গোসল করাই ।

প্রশ্নকর্তা: পুকুরে গোসল করান আর টিউবওয়েলের পানি খাওয়ান। আপনারা গোসল রান্নাবান্নার এগুলা কোথা থেকে ইউস করেন?

উওরদাতা: টিউবওয়েলের থেকে

প্রশ্নকর্তা: সব টিউবওয়েল থেকে করেন।

উওরদাতা: হুম।

প্রশ্নকর্তা: এই যে টিউবওয়েলটা আছে এটাতে?

উওরদাতা: ঐটাদিয়েই।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। টয়লেটটা বল্লাম এইযে টয়লেটটাতো এইখানোই আছে ।

উওরদাতা: হ্যা।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা। এইটা কি টয়লেট?

উওরদাতা: পাকা ।

প্রশ্নকর্তা: পাকা টয়লেট। আচ্ছা। এটা এ্য.. কি আপনাদের নিজের নাকি?

উওরদাতা: না। আমার নিজের না। আমার দেবর এ দিসে।

প্রশ্নকর্তা: আপনার দেবর এ দিসে আপনার ব্যা.. আচ্ছা তাইলে এই টয়লেটটা কয় পরিবার এ ব্যবহার করে?

উওরদাতা: দুইটা ।

প্রশ্নকর্তা: কে? কে?

উওরদাতা: আমি আমার দেবর ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । আপনি আপনার দেবর। তো আপনার বোলতেসিলেন যে এই গরু আছে। এ্যা ? গরু কয়টা আছে কি অবস্থা বলেন?

(০৫মিনিট ০৫ সেকেন্ড)

উওরদাতা: গরু দুইটা আছে। বর্তমানে ভালো এখন।

প্রশ্নকর্তা: হুম । শুধু দুইটা আছে?

উওরদাতা: হুম। দুইটাই ছোট

প্রশ্নকর্তা: হাঁস মুরগী?

উওরদাতা: হাঁস মুরগী নাই এখন ।

প্রশ্নকর্তা: হাঁস মুরগী নাই, আচ্ছা । তো আপনাদের পরিবার এর আয়রোজগার এর কথা যদি বলি কেমন? কি অবস্থা? ভাইজান কি করে?

উওরদাতা: যখন যে কাজ পায়, লিমিটেড কোনো কাজ নাই ।

প্রশ্নকর্তা: হুম।

উওরদাতা: আনলিমিটেড সব

প্রশ্নকর্তা: আনলিমিটেড সব।

উওরদাতা: হুম।

প্রশ্নকর্তা: তো এমনি কেমন আল্লাহ রহমতে আয়রোজগার তার? এইযে তার তিন বাচ্চা আছে? আপনি আছেন।

উওরদাতা: কষ্ট হয়।

প্রশ্নকর্তা: কষ্ট হয়?

উওরদাতা: হুম।

প্রশ্নকর্তা: কত আসে মাসে ইনকাম?

উওরদাতা: মাসের হিসাব বুঝিনা আপনের যে দিন যেডি আনে হুম । আপনার শুদধু যে যে বাহিরের খানা টানা যেটা

প্রশ্নকর্তা: হুম।

উওরদাতা: বাজারটা এইটাই চলে আরকি মোটামুটি

প্রশ্নকর্তা: কত দিনে? কত টাকা হয় দিনে?

উওরদাতা: এখন হল

প্রশ্নকর্তা: আজকে কত?

উওরদাতা: ৫০০ টাকা করে আছে

প্রশ্নকর্তা: হুম ।

উওরদাতা: আপনের যে পরবর্তীতে যে গাড়িতে যাবে বা অন্য কাজে যাবে তখন ৩০০ টাকা বা রাজমিস্ত্রি এর কাজে ৩০০ টাকা

প্রশ্নকর্তা: রাজমিস্ত্রি এর কাজে ৩০০ টাকা?

উওরদাতা: সারাদিন ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা তাহলে উনার মেইন পেশাটা কোনটাকে বলব

উওরদাতা: কৃষি।

প্রশ্নকর্তা: কৃষি বলব। আ.. কৃষি বলতে কি নিজের জায়গা জমি আছে, না?

উওরদাতা: না। নিজের আছে হালকা পাতলা বিশ (.....০৬:০৭.....) হুম আর সব করে

প্রশ্নকর্তা: সব কি ?

উওরদাতা: মনে করেন, বাগি আবাদ করে

প্রশ্নকর্তা: বাগি আবাদ করে , না?

উওরদাতা: হুম ।

প্রশ্নকর্তা: তো এই যে এখন আপনার ঐ তাইলে ভাইজানের ইনকাম কত পরবে মাসে? আপনি বলছিলেন একবার বলছিলেন যে ৬০০ একবার বলছিলেন যে---

উওরদাতা: এখন হলো ৬০০ টাকা রোজ। এখন ধানের হল ধান কাটার দিন আসছে না,

প্রশ্নকর্তা: জি।

উওরদাতা: এখন হলো ৬০০ টাকা রোজ। এই একমাস ৬০০ টাকা করে করতে পারবে তারপরই ৩০০ টাকা করে

প্রশ্নকর্তা: তাহলে আমরা যদি এভারেজ হিসাব করি তাহলে মাসে কত পরবে?

উওরদাতা: কত আসে?

প্রশ্নকর্তা: হুম । মানে হাজারে, কত হাজার টাকা হয়? মাসে যদি একটু বলেন?

উওরদাতা: পাঁচ-ছয় হাজার এর মত হয়।

প্রশ্নকর্তা: পাঁচ- ছয় হাজার এর মত হয়, না?

উওরদাতা: হুম ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা অসুবিধা নাই। তো তাইলে আর আপনার ঘরে কি কি আছে আপা?

উওরদাতা: খাট আছে, ডেসিন আছে, সুটকেস আছে, একটা মিটসেফ আছে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । আপা এখন একটু আমি আপনার পরিবার এর শরীর স্বাস্থ সর্ম্পকে জানব। পরিবারের সবাই কি অবস্থা বাচ্চাদের কথা যদি বলেন ভাইজানের কথা বলেন, আপনার কথা বলেন?

উওরদাতা: এরা এ.. এরা এখন দুইজন ভালো। ছেলে আর এক মেয়ে বর্তমানে সুস্থ, একটি অসুস্থ আর বাবুর আব্বুর হাত একটা ভাঙ্গা

প্রশ্নকর্তা: কি হইসে

উওরদাতা: এখন তার হলো কাজ করতে কষ্ট হয়। নয় আগের দিন আল্লাহ রহমতে ভালই গেসে। বাড়ি লাইগা এই বাম হাতটা ভাইঙ্গা গেসে। এখন কষ্টের কাম করতে অনেক কষ্ট হয়, রাত্রি বেলা ঘুমাইতে পাড়ে না, ব্যথায়।

প্রশ্নকর্তা: হুম ।

উওরদাতা: এখন আমাগো সমস্যা ।

প্রশ্নকর্তা: আর বাচ্চাদের কি অবস্থা শরীলের?

উওরদাতা: বাচ্চা ভালো দুইটা। ছেলে আর মেয়ে, এটি অসুস্থ থাকে

প্রশ্নকর্তা: এরকম কি কেও আসে যে হটাৎ করে অসুস্থ হয়ে যায় পরিবারের ইম কোনো একটা অসুবিধা হয়ে ?

উওরদাতা: হ্যা , আমি হল ঐ দুইদিন আগে মাথা ঘুরানদা পড়ে গেসি। পরে হল স্যালাইন করসে আমারে।

প্রশ্নকর্তা: হুম।

উওরদাতা: আজকে তিনদিন আমারে স্যালাইন দিসিল।

প্রশ্নকর্তা: কি হইসিল একটু বলেন তো?

উওরদাতা: মাথা ঘুরান লাগে । হুম । আর ঘাড়ের এদিক দিয়ে কিরকম জানি লাগে পড়ে চোখে দেখি না

প্রশ্নকর্তা: হুম

উওরদাতা: পড়ে খালি পইড়া যাই

প্রশ্নকর্তা: হ্যা ।

উওরদাতা: পড়ে এইযে হাসপাতাল এ নিয়া স্যালাইন করছিল।

প্রশ্নকর্তা: হুম। তো । (..বাচ্চার আওয়াজ.. ..) এটাকি এটাকি এটাকি প্রায় প্রায় হয় মানে এইযে মাথা ধুরান দিয়ে পড়ে যাওয়া এটাকি

উওরদাতা: এই একমাস এর মধ্যে মনে হয় তিনবার হইল।

প্রশ্নকর্তা: একমাস এর মধ্যে তিনবার হইসে, তো তখন কি করেন আপনারা? কোথায় যান? কি করে?

উওরদাতা: হাসপাতালে।

প্রশ্নকর্তা: আপনে , আপনে যে এই অসুস্থ হন হটাৎ করে হয়ে যান তখন আপনার দেখাশুনা করে কে?

উওরদাতা: ওর আব্বু

প্রশ্নকর্তা: ওর আব্বু দেখাশুনা করে, নাহ?

উওরদাতা: হুম।

প্রশ্নকর্তা: তো আপনি অসুস্থ হয়ে গেলে ওর আব্বু দেখাশুনা করে?

উওরদাতা: হুম।

প্রশ্নকর্তা: আর হের আব্বু অসুস্থ হইলে বা বাচ্চা কাচ্চা অসুস্থ হইলে এগুলোর দেখাশুনা করে কে?

উওরদাতা: আমি ।

প্রশ্নকর্তা: আপনি দেখাশুনা করেন। আচ্ছা তো এ্যঁ এরকম ক্ষেত্রে যখন আপনার অসুস্থ হয়ে গেসেন তখন আপনার কোথায় যান? কার কাসে যান?

উওরদাতা: পাশের শহরের হাসপাতালে যাই

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। প্রথম কোথায় যান?

উওরদাতা: প্রথমে বাজারে ঔষধ খাই। বাজারে এইযে ফার্মেসি আসে ডাক্তারের ওগুলা থেকে নিয়া ঔষধ খাওয়া হয়। বা ঐ ডাক্তার আনা , ঐ ডাক্তার আইনা বাড়িতে আইনা তারপর স্যালাইন করা হয়।

প্রশ্নকর্তা: হুম। এযে এদিন আপনি হটাৎ কইরে পইড়ে গেলেন মাথা গুরান দিয়ে পইড়ে গেলেন তখন কি হইসিল? কি করসিলেন?

উওরদাতা: প্রেসার লোও হয়ে গেসিলো আর হইল শরীলে রক্তের পয়েন্ট নাকি কম ডাক্তারে বললো

প্রশ্নকর্তা: হুম ।

উওরদাতা: পড়ে স্যালাইন করসে আর ঐযে ইনজেকশন করসে ,

প্রশ্নকর্তা: হুম।

উওরদাতা: পাঁচটা।

প্রশ্নকর্তা: কি ইনজেকশন এগুলা

উওরদাতা: ঐর নাম কি? নামতো জানি না।

প্রশ্নকর্তা: এটাকি এন্টিবায়টিক ? না । এমনেই ভিটামিন জাতীয় কিছু?

উওরদাতা: ভিটামিন আছে, আয়রন আছে যে যে রক্তের পরিমান যানি ঠিক থাকে এর জন্য

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । ইনজেকশন করসে, না?

উওরদাতা: হ ।

প্রশ্নকর্তা: ইনজেকশন কয়দিন এ্যঁ মারসে?

উওরদাতা: তিনদিন।

প্রশ্নকর্তা: এখনও কি মারতেসেন?

উওরদাতা: না। এখন দেই না।

প্রশ্নকর্তা: এখন দেন না , দেয়া শেষ হয়ে গেসে? আচ্ছা । তো কি পাঁচটা দিসিলেন নাকি তিনটা দিসিলেন?

উওরদাতা: পাঁচটা ।

প্রশ্নকর্তা: পাঁচটাই শেষ করসিলেন না?

উওরদাতা: হুম।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা তো এখন যেইটা হইতেসে ধরেন যে আপনি যে পইড়া গেসিলেন তখন কি করসিলেন? আপনারা কোথায় গেসিলেন? কি হইসে একটু বলেন?

উওরদাতা: কোথাও যাই নাই, আপনার ভাত রান্না কইরা ঘরে যখন আইছি পড়ে কেমন জানি এজায়গায় আসছি পড়ে মাথা হল ঘুড়ান মারসে, পড়ে চোখে দেখিনা অন্ধকার।

প্রশ্নকর্তা: হুম ।

(১০মিনিট ০৭ সেকেন্ড)

উওরদাতা: পড়ে এ জায়গায় পোড়ে গেসি ওতি চিৎকার দিসে ওর আব্বুরে ডাকসে যে আম্মু পড়ে গেসে

প্রশ্নকর্তা: ওর আব্বু কোথায় ছিল ও কোথায় ছিল?

উওরদাতা: ওর আব্বু পুকুর পাড় এ ছিল।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: গরম আছিল তো এজন্য পুকুর পাড়ে গেছিল।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা । ওখানে উনি ছিলেন তারপরে

উওরদাতা: পরে ডেকে আনসে ডেকে আনার পরে মাথায় পানি দিসে তারপরে মনে করেন যে ভালা লাগে একটু একটু পরে যে যেয়ে নিয়ে গেসে এই ডাক্তার এর কাসে নিয়ে গেসে পরে বল্‌ল যে স্যালাইন করা লাগব ইনজেকশন দেন লাগব। এটা বল্‌ল ।

প্রশ্নকর্তা: কোন ডাক্তার এর কাছে নিলেন কিভাবে নিলেন? একটু বলেন।

উওরদাতা: এটা এইযে এজাগায়ই ন্যাশনাল ক্লিনিক আসে ঔ জায়গায়ই ডা:১০ ওর কাসে নিয়ে গেসিল। ওর কাছে নিয়া গেসে পরে পরীক্ষা করল, পরীক্ষা করার পরে বল্‌ল যে প্রেসার নাকি শরীরে, আর শরীর র্দুবল রক্তের পয়েন্ট কম এই সেই । এগুলা বল্‌ল, বলার পরে খালি স্যালাইন করসে আর ইনজেকশন দিসে।

প্রশ্নকর্তা: তো সেখানে কেমন? টাকা পয়সা কত খরচ? এইযে কি আসয় বিষয়? কিভাবে ডাক্তার দেখল? বলেন একটু।

উওরদাতা: পারবিনে তিন হাজার টাকা নিসে। দুইশ টাকা করে ভিজিট নিসে। আর এমনে বাদ বাকি ডি ঔষধের টাকা লইসে।

প্রশ্নকর্তা: তো সেগুলো কি তারা প্রেসকিপশনের মধ্যে লিখে টিখে দিসিলো নাকি মানে কি করসিল কিভাবে দিসিল?

উওরদাতা: প্রেসকিপশন আসিল । হুম। ঔতি ছিড়া লাইসে মনে হয়।

প্রশ্নকর্তা: হুম। না ডাক্তার কি প্রেসকিপশন লিখে ঔষুধ দিসিল নাকি কি করসিল?

উওরদাতা: না ঔ জায়গাই থেকেই ঔ থেল্লাই হেতার(.. . . . .১১:২৮. . . ..) নিজেই নিসিল স্যালাইন করসে আমারে। ঔ ডাক্তার আতোয়ার ডাক্তার নিজেই। ঊনির ট্রিটমেন্টেই সবকিছু।

প্রশ্নকর্তা: মানে উনি কি পাশ করা ডাক্তার নাকি?

উওরদাতা: এমনে জানিতো যে সে পাশ করা অহন আল্লাহ জানে ভালো।

প্রশ্নকর্তা: কোথায় বসে উনি?

উওরদাতা: ন্যাশনাল ক্লিনিক এ বসে।

প্রশ্নকর্তা: এটা ক্লিনিক?

উওরদাতা: হুম।

প্রশ্নকর্তা: এটা সরকারী না বেসরকারী?

উওরদাতা: এডা বেসরকারী।

প্রশ্নকর্তা: হুম।

উওরদাতা: ঐ জায়গায় বসে। কারন তখন অবস্থা খুবই খারাপ ছিল এজন্যে দূরে নেয় নাই ওর আব্বু । বল্‌ল যে এখানেই নিয়া যাই, পরে ওর কাকা বল্‌ল নিয়া যান নিয়ে। পরে এতি কইল টাকা দিমুনে কিসু পরে আর হয় নাই।

প্রশ্নকর্তা: কে দেয় নাই?

উওরদাতা: ওর চাচা।

প্রশ্নকর্তা: ওর চাচা দেয় নাই দেখে আর আপনারা ঐদিকে যাইতে পারেন নাই

উওরদাতা: হুম।

প্রশ্নকর্তা: হাসপাতাল যাইতে পারেন নাই। আচ্ছা। এইযে অ্যা মানে এ্য হটাৎ করে বাসায় যদি কেও অসুস্থ হয়ে যায় তাইলে আপনারা কোথায় নিয়ে যান? সবসময় নিয়ে যান কোথায়?

উওরদাতা: বাজারে।

প্রশ্নকর্তা: বাজারে? কার কাছে নেন?

উওরদাতা: এখানে ডা:৬ আছে ওর কাছে যাই।

প্রশ্নকর্তা: সে কে? মানে কি করে? কিভাবে ঔষধ দেয়?

উওরদাতা: ফার্মেসারের তারকাছে আপনার যে আগে ডাক্তার দেখান লাগে তারপরে ওর কাছ থেকে ঔষধ নিয়ে আসি। আর এমনে ছোট খাট জর ঠান্ডা আসলে ও নিজে ঔষধ দেয়।

প্রশ্নকর্তা: বুঝি নাই। ডাক্তার কোথায় কোন ডাক্তার দেখান? প্রথম দেখান কাকে?

উওরদাতা: প্রথম ওতো ঐ ডাক্তারই দেখাই। ডা:১০।

প্রশ্নকর্তা: ডা:১০। ডা:১০ কে? বসে কোথায়? সরকারী ডাক্তার? না এটা বেসরকারী?

উওরদাতা: উনি হলো সরকারী ডাক্তার । হলো পাশের শহরের হাসপাতাল বসে এ জায়গায়ও বসে

প্রশ্নকর্তা: হুম।

উওরদাতা: তো এজায়গায়ই বসে। এ জায়গায় বেশী থাকে আর হইল শুক্রবার রবিবার নাকি মিরজাপুর বসে। পাশের শহরে সরকারী হাসপাতাল।

প্রশ্নকর্তা: তো প্রথম এখানে প্রেসক্রিপশনটা করান আপনারা?

উওরদাতা: হুম।

প্রশ্নকর্তা: করান। এখন ধরেন আপনার বাচ্চা যদি কোনো অসুখ হয় বা সুস্থ হইসে কিনা বাচ্চাদের কি অবস্থা? কখনো?

উওরদাতা: আপনের ঐ কমিটেক ক্লিনিক আসে না যে ঐ সরকারী ঔষধগুলা দেয়?

প্রশ্নকর্তা: হ্যা।

উওরদাতা: পরিবার পরিকল্পনা । ঐখানে বাবু ডাক্তারে দেখাই

প্রশ্নকর্তা: হুম।

উওরদাতা: ঐ জায়গায় দেখাইলে উনি যদি দেখে যে না এটা এজায়গায় ভালো হওয়ার ই আছে সম্ভাবনা আছে তাহলে ঐজায়গায় চিকিৎসা করায় তানাহলে পাশের শহরে পাঠিয়ে দেয়

প্রশ্নকর্তা: হুম।

উওরদাতা: সবচাইতে তো ঐজায়গায় বেশী যায় ঐজায়গায় না পারলে তারপরে পাশের শহরে যায়

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তাইলে এইযে এই ডাক্তারের কাছে যাচ্ছেন বা ইয়া করতেছেন এক্ষেত্রে আপনাদের কি অবস্থা কেমন পয়সা টয়সা খরচ হয় ? একটু বলেন।

উওরদাতা: পয়সা ভালোই খরচ হয়। কিন্তু দিতে আমাগোরে কষ্ট হয় আরকি।

প্রশ্নকর্তা: হুম। বলছিলাম সেটা হল যে এইযে হটাৎ করে আপনি অসুস্থ হয়ে গেসেন, অসুস্থ হয়ে গেলে আপনারা সাধারনত মাথায় কার কাসে যাওয়ার কথাটা আসে? কোন ডাক্তার বা কোন কোথায় যান আপনাদের মানে ইয়াটা কি আমি জানতে চাচ্ছি ।

উওরদাতা: আগে বাজারের ছোট ছাট ডাক্তারের কাছেই যাই

প্রশ্নকর্তা: হুম।

উওরদাতা:ঐ জায়গায় যেয়ে দেখাইলে তারপর উনারা যদি বলে যে বড় ধরনের কিছু হইসে তাহলে পাশের শহরে যাই তা না হলে ঐ জায়গায় থাকি। চিকিৎসা নেওয়া আর কি।

প্রশ্নকর্তা: ছোট ছাট বলতে কি বুঝাইতে চাচ্ছেন?

উওরদাতা: আমি বুঝাইতে চাচ্ছি যে ওরা যদি বুঝে যে এই জিনিসটা আমি পারুম

প্রশ্নকর্তা: হুম হুম

উওরদাতা: যেমন এইযে মাথা ঘুরায়া পড়ে গেসিলাম পরে স্যালাইন করল পরে বুঝছে যে এটা পাশের শহরে বা বড় হাসপাতালে যাওয়া লাগবে না। পওে ঐ জায়গায় চিকিৎসা করলে আল্লাহ রহমতে ভালো হয়ে গেলো।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এরা কি অ্যা কোনো ফার্মাসি নাকি মানে কি এরা কি ধরনের ডাক্তার কোথায় বসে?

উওরদাতা: এইযে বাজারে

প্রশ্নকর্তা: হুম। বাজারে?

উওরদাতা: বাজারে বসে এযে এগুলা

প্রশ্নকর্তা: বাজারে যেগুলা বসে

উওরদাতা: হুম।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এরা কিভাবে আপনাদের সেবা দেয় ? এরা কি করে?

(১৫ মিনিট ০৩সেকেন্ড)

উওরদাতা: আগে দেখে। প্রেসার মাপে। তারপরে জ্বর দেখে বা বুকে সমস্যা থাকলে ঐটাও দেখে দেখারপর তারপরে চিকিৎসা নেয়।

প্রশ্নকর্তা: তো এযে এদের কাছে যাবেন এই এযে এই কাছে যাইতে হবে এই সিদ্ধান্তটা কে নেয় পরিবারের?

উওরদাতা: ওর আব্বু নেয়।

প্রশ্নকর্তা: ওর আব্বু নেয় না?

উওরদাতা: হুম।

প্রশ্নকর্তা: এটাকি ওর আব্বু নেয় নাকি আর কেউ কি আসে আপনার পরিবারে?

উওরদাতা: না।

প্রশ্নকর্তা: নাই না? আচ্ছা। এই এযে এখানেকি আপনারা এখন যদি আপনার বাচ্চার কথা যদি বলি বাচ্চার যদি কোনো ধরনের অসুস্থতা হয় কোনো ধরনের হটাৎ করে কোনো প্রবলেম দেখা দেয় তখন আপনারা কি করবেন?

উওরদাতা: তখন ডাক্তারের কাছে নাওয়া লাগব।

প্রশ্নকর্তা: কোন ডাক্তার? কোথায়?

উওরদাতা: এখানে আপনের শিশু ডাক্তার বলতে পরিবার পরিকল্পনায় বাবু বসে সরকারী ডাক্তার উনি। উনার কাছে যাই উনি যদি বলে যে এ ঔষধটাই ওর হলো এখন ভালো হবে তাহলে উনার থেকে চিকিৎসা নেই ।

প্রশ্নকর্তা: হুম।

উওরদাতা: তানা হলে পাশের শহরে নিয়ে যাই।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উওরদাতা: পাশের শহরে ঐ শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আছে উনার--

প্রশ্নকর্তা: তো এ কে কে যে ইয়ে এদের কাছে যে ডাক্তারগুলার কাছে যান এটাকি আপনি একা যান না সাথে কেউ যায়?

উওরদাতা: ওর আব্বু যায়।

প্রশ্নকর্তা: ওর আব্বু যায় না?

উওরদাতা: হুম।

প্রশ্নকর্তা: কেন? ওর বাপও যায় কেন? দুইজন কেন যাইতে হয়? কি মনে হয় আপনার কাছে?

উওরদাতা: একা মনে হয় যে কি ধরনের যদি কোনো সমস্যা বেশী হয় বা ঔষধ লেখলে ভর্তি করলে ঔষধ লেখলে আর একজন কই পাবো। কারে খুজুম এজন্য ওর আব্বু লাগে।

প্রশ্নকর্তা: তো এদের কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন কেন? এযে ডাক্তার এ যাদের কাছে প্রথম যান?

উওরদাতা: আগে মনে করি যে ঐ বাজার থেকে ঔষধ কিনে নিয়া আইসা খাওয়াইলে মনে হয় ভালো হইব। এরকম মনে হয় আর কি। এর জন্য ওদের কাছে যাই।

প্রশ্নকর্তা: প্রথম মনে করেন যে কি?

উওরদাতা: ছোট খাট ডাক্তার এর গেলে ঔষুধ সিরাপ লিখা দিলে বা খাওয়াইলে খাওয়াইলেই মনে হয় ভালো হইব এরকম মনে হয়।

প্রশ্নকর্তা: কারনটা কি? মানে কেন এদের কাছে যাবেন?

উওরদাতা: ঠান্ডা লাগলে জর আসলে বা বমি করলে, বেশী ঠান্ডা হয়ে গেলে তারপরে যাই।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এদের কাছে যাচ্ছেন হচ্ছে এসব রোগ এগুলা নিয়া? অসুখ গুলা নিয়া যাচ্ছেন?

উওরদাতা: অসুখ গুলা হইলে তারপরে যাই।

প্রশ্নকর্তা: ওর কাছে কেনো যাচ্ছেন? অন্য কেউ না কেন? মানে এদের কাছে এইযে ছোট খাট ডাক্তার এর কথা বলতেছেন ছোট খাট ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সুবিধাটা কোথায়? কি কারন?

উওরদাতা: সুবিধা বুঝি আপনারযে এজায়গায় একটা সিরাপ লিখলে বা দুইটা সিরাপ লিখলে একশ টাকা বা দেরশ টাকায় হয় । হাসপাতালে গেলে আপনের যে অত টাকায়তো হয় না। বা অত তখন টেকা থাকে না হাতে।

প্রশ্নকর্তা: হুম।

উওরদাতা: এই বিধায় হল ওদের কাছে আগে যাই।

প্রশ্নকর্তা: হুম। তাইলে কি কি সুবিধা হয় ওখানে বললেন? একটা হইতেসে টাকার মানে এখানে অল্প টাকা দিয়ে ঔষধ পাওয়া যায়?

উওরদাতা: হুম।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আর?

উওরদাতা: অল্প টাকা দিয়ে ঔষুধ কিনলে মনে করিযে এই ঔষুধটা খাওয়াইলেই ভালো হইব। একারনে ঐজায়গায় আগে যাই । হাসপাতালে গেলে অনেক টাকার দরকার না?

প্রশ্নকর্তা: হুম।

উওরদাতা: অত টাকা তো তখন থাকে না এরজন্যই।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তো হসপিটাল গুলা কোথায়? মানে আপনে যে বলছিলেন হসপিটালে গেলে টাকা লাগে, হসপিটাল গুলো কই?

উওরদাতা: পাশের শহরে যাই।

প্রশ্নকর্তা: পাশের শহরে যান। আর এইযে ইয়ে আপনার ইয়ের কথা বললেন ছোট ছাট ডাক্তারের কথা বল্লেন ছোট ছাট ডাক্তার এরা কোথায় বসে?

উওরদাতা: বাজারে। নিজ বাজার।

প্রশ্নকর্তা: এক্ষেত্রে কি কোনো অসুবিধা আছে যে এদের কাছে গেলে ঐ অসুবিধা বা পাশের শহরে গেলে এই অসুবিধা? বলুন বিষয়টা?

উওরদাতা: অসুবিধা বলতে টাকায় সমস্যা হয়।

প্রশ্নকর্তা: টাকা সমস্যা? তো আপা তাইলে আমি যেটা বলতেছি ঐযে আপনি বললেন একটা কি সমস্যার কথা বলছিলেন?

উওরদাতা: কোনটা?

প্রশ্নকর্তা: যে ইয়ে মানে এইযে পাশের শহরে যাওয়া,--

উওরদাতা: হাসপাতাল গেলে টাকার সমস্যা হয়।

প্রশ্নকর্তা: কেন হাসপাতাল গেলে টাকার কি সমস্যা হয়?

উওরদাতা: আপনের হল টিকেট কাটা লাগে তারপরে প্রেসকিপশন করে তখন ঔষুধে অনেক টাকা লাগে। ভর্তি থাকলে সব কিছু কিনা লাগে। খাবার দাবার সব কিছু কিনা লাগে তো।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা ।

উওরদাতা: এজন্যই সমস্যা দেখা দেয় ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ওদেরকে নিয়ে কি কখন ডাক্তার বা হসপিটাল গেছিলেন?

উওরদাতা: হুম।

প্রশ্নকর্তা: কোথায় কি অবস্থা ?

উওরদাতা: ওর বয়স যখন দুইদিন তখন গেছি পাশের শহরে হসপিটালে । যেয়ে হল বারদিন ছিল।

প্রশ্নকর্তা: হুম।

উওরদাতা: আর ঐ বড় মেয়ের বেলায় হল মহাখালি ছিলাম আমি।

প্রশ্নকর্তা: মহাখালি ছিলেন?

উওরদাতা: চোদ্দদিন ছিলাম।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। কি হইছিল ওদের?

উওরদাতা: বড় মেয়ের হল কি হইছিল? ডাইরিয়া হইছিল পাতলা পায়খানা ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উওরদাতা: আর এর হল ব্লাড আসচে।

প্রশ্নকর্তা: কত কত কত (একটা বিস্কুট নিয়ে আসো গিয়ে ওর জন্য) তো আপনার কি বলছিলেন? ওরা ঐযে ডাক্তার হসপিটাল গেছিলেন কখন কত বছর আগে এটা?

উওরদাতা: বড়টার বেলায় ২০১০ এ গেছি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। হ্যা।

উওরদাতা: ১০ এ যায়া আপনের ঐ পাশের শহরে আগে গেসিলাম । ঐজায়গায় পারল না ডাক্তার পরে হল পাশের অন্য গ্রামে দিয়ে দিছিল পাশের গ্রামের হাসপাতালে।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা।

উওরদাতা: পাশের গ্রামের হাসপাতালে ও পারে নাই পরে হল রাবেয়া ক্লিনিকে দিসিল ঐখানের থেকে--

প্রশ্নকর্তা: অন্য উপজেলার ক্লিনিক? সাভার?

উওরদাতা: না না এইযে অন্য উপজেলার ক্লিনিক।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। হুম।

উওরদাতা: ঐজায়গায় দিসিল ঐজায়গার থেকে পরে বাচাঁর কথা ছিল না অক্সিজেন দিয়ে পরে মহাখালি নিয়া গেসে। মহাখালি নিয়া পওে চোদ্দদিন থাকার পরেও ভালা হয় সুস্থ হয়।

প্রশ্নকর্তা: আপনাদের কাছে কি মনে হয় এইযে মানে আপনার বাড়ির পাশে যেসব ডাক্তার আছে আর ওদের কাছে যাওয়া এদুটার মধ্যে মানে ইয়েটা কোথায় হয়?

(২০ মিনিট ০৫সেকেন্ড)

উওরদাতা: মহাখালি হাসপাতালে যাওয়ার সুবিধা বেশী।

প্রশ্নকর্তা: মহাখালি হাসপাতালে যাওয়া সুবিধা? কিন্তু---

উওরদাতা: কারন ঐজায়গায় কোনো কিছু কিনাকাটা করা লাগে না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উওরদাতা: ঔষধ, খাবার দাবার কোনো কিচ্ছুই কিনা লাগে না। আমার কিনা লাগে নাই কোনো কিছু।

প্রশ্নকর্তা: ইয়েতে এইযে মানে আপনার ছোটখাট ঔষধের জন্য যে ডাক্তারদের কাছে যান এদের কাছে যাওয়া আর হসপিটালে যাওয়ার কথা একবার বলতেছিলেন যে টাকা পয়সার বিষয়টা?

উওরদাতা: হুম।

প্রশ্নকর্তা: প্রথম মাথায় কেন এটার কথা আসে যে বাড়ির পাশে যে --

উওরদাতা: ধরেন এইযে কম টাকায় অসুখটা ভালো হইব এরকম মনে হয়।

প্রশ্নকর্তা: তো কোনো আপনার পরিবারে যদি কোনো ধরনের ঔষধ লাগে তখন আপনারা কোথায় যান?

উওরদাতা: পরিবার পরিকল্পনায়।

প্রশ্নকর্তা: পরিবার?

উওরদাতা: পরিকল্পনায়।

প্রশ্নকর্তা: এটা কোথায়? কি অফিস এটা ? কি ঔষুধ পান ওখানে বলেন?

উওরদাতা: ঐজাগায় আপনের যে এমনি ঠান্ডা জরের বা এমনি আয়রন ট্যাবলেট।

প্রশ্নকর্তা: হুম।

উওরদাতা: বা জর আসলে ওগুলার ওগুলার ঔষুধ দেয়। আর যদি এমনে বড় ধরনের কোনো সমস্যা হয় তাহলে প্রেসকিপশন করে দেয় যেয়ে কিনে খাওয়া লাগে।

প্রশ্নকর্তা: হুম। ওখানে ওরা কি কি ঔষুধ দেয়?

উওরদাতা: বাচ্চার জন্যে থাইমস্কিল সিরাপ, আর জর আসলে ঐযে পেনিয়াল সিরাপ আছে ঐগুলা। আর বড়দেও জন্য আয়রন বড়ি আর ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ঔগুলা।

প্রশ্নকর্তা: এইযে থাইমস্কিল সিরাপ এর কথা বললেন ঐটা কি?

উওরদাতা: ঐটা ঠান্ডা জর এর জন্য।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা।

উওরদাতা: ঐটা হচ্ছে হইল ছোট বাচ্চাদের জন্য। ঐটা দেই।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ঐটা খাইলে ?

উওরদাতা: ঐটা খাইলে একটু কমে। বা হালকা পাতলা ঠান্ডা থাকলে সাইরেই যায়।

প্রশ্নকর্তা: হুম।

উওরদাতা: এজন্যে ঐজায়গায় যাই।

প্রশ্নকর্তা: কখনো খাওয়াইসেন এটা?

উওরদাতা: হুম। হ খাওয়াইসি।

প্রশ্নকর্তা: কবে খাওয়াইসেন?

উওরদাতা: এক সাপ্তাহ।

প্রশ্নকর্তা: এক সাপ্তাহ হইসে? কি হইছিল?

উওরদাতা: ঠান্ডা। অতিরিক্ত কাস ছিল জর আসিল শরীরে পরে ঐজায়গায় নিয়ে গেছিলাম।

প্রশ্নকর্তা: হুম।

উওরদাতা: ডা:৯ কাছে নিয়ে গেসিলাম। ঐজায়গা থেকে নিয়ে খাওয়ার পরে এখন ঐযে এখন ঠান্ডা একটু কম আর দিনের বেলা জর আসে না রাত্রিতে জর আসে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তো। থাইমস্কিল যে জিনিসটা দিসে এটাকে কি নাম বলে এটাকি যানেন?

উওরদাতা: না।

প্রশ্নকর্তা: আর কি কি ঔষুধ এর কথা বললেন এগুলো কোনটা কিসের কাজ করে এগুলো যানেন?

উওরদাতা: হুম।

প্রশ্নকর্তা: কি কাজ কিসের কাজ করে?

উওরদাতা: আপনের যে আয়রন বরি রক্ত পরিস্কার করে নাকি আর ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ঐটা মুখের রুচি হয় আর বা ঘাঁটা হইলে এটা ঐটা সাইরা যায়গা । আর গ্যাসটিক এর বড়ি দেয় হইল শুধু গ্যাসের জন্য।

প্রশ্নকর্তা: হুম।

উওরদাতা: গ্যাসটিক এর বড়ি দেয় এন্টাসিট প্লাস ওগুলা দেয়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: ওগুলা গ্যাসের জন্য দেয়।

প্রশ্নকর্তা: তো এই এগুলা হইসে ওখান থেকে কি কিনে আনতে হয়? নাকি ?

উওরদাতা: না ফ্রি ভাবে দেয়।

প্রশ্নকর্তা: ফ্রি বা এমনিতে দেয়?

উওরদাতা: হুম।

প্রশ্নকর্তা: কিভাবে আনেন একটু বলেন?

উওরদাতা: এইযে আপনের হইল সিরিয়ালে নাম দেয়া লাগে। সে আমার কাছে জানে যে কি কি সমস্যা শুইনা তারপরে । তারপরে দেয়।

প্রশ্নকর্তা: হুম।

উওরদাতা: তারপরে দেইখা তারপরে দেয় ।

প্রশ্নকর্তা: সর্বশেষ কখন গেসিলেন আপনি ওখানে?

উওরদাতা: আজকে সাত দিন।

প্রশ্নকর্তা: আজকে সাত দিন আগে গেছিলেন?

উওরদাতা: হুম।

প্রশ্নকর্তা: কে নিছিল আপনি নিসিলেন নাকি ভাইজান নিছিল?

উওরদাতা: আমি গেছিলাম।

প্রশ্নকর্তা: আপনি গেছিলেন?

উওরদাতা: হুম।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । এখানে গেলে ঐখানের খরচ টরচ কেমন? কি?

উওরদাতা: ঐজায়গার খরচা লাগে না। সরকারী ভাবে ঔষুধ দেয় ঐজায়গায়।

প্রশ্নকর্তা: সিস্টেমটা কি একটু বলেন আমাকে? কি করেন?

উওরদাতা: সিস্টেম সিরিয়ালে দারায় থাকা লাগে তারপর একজন একজন যায় আপনের ঐযে নাম লেখে ঠিকানা পুরাটা লেখে তারপরে ঔষুধ দেয় যানে যে কি সমস্যা বা কিরকম লাগে তারপরে ঔষুধ দেয়।

প্রশ্নকর্তা: তো আপনার ক্ষেত্রে এখানে প্রথম মানে আপনার মাথায় কোনটা আসে যে আপনি কার কাছে যাবেন? কোন একটা আপনার যদি বাচ্চার অসুখ হয় বা আপনার অসুখ বা আপনার ভাইজানের অসুখ হলে কার কাছে যাবেন? কোথায় যাবেন? আমি এবিষয়টা আমাকে একটু বলেন।

উওরদাতা: সর্বপ্রথমে আপনের যে ঐ পরিবার পরিকল্পনাতেই যাই। যেয়ে দেখি এটা খাইলে ভাল হয় কিনা যদি ঐটায় না সারে তারপরবর্তীতে হসপিটালে যাই।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা তো আবার যে বলছিলেন ঐযে এখানকার যে ফার্মাসি গুলা আছে?

উওরদাতা: হ। ওগুলায় যাই।

প্রশ্নকর্তা: কখন যান?

উওরদাতা: ঐযে ঐজায়গায় যেয়ে ঔষুধ ঐটা যেডি হইল থাকে ঐডি দেয় এন্টাসিট বা আয়রন বড়ি ওগুলা যদি লাগে বা প্যেরাসিটামল ওগুলা যদি লাগে ওগুলা দেয় । তারপরবর্তীতে লেখে দেয় যে বাইরে দোকান আছে কিনা খাও।

প্রশ্নকর্তা: হুম।

উওরদাতা: এটা বলে।

প্রশ্নকর্তা: কোনটা বাহির থেকে কিনে খাইতে বলে কোন ঔষুধটা?

উওরদাতা: এইযে এন্টিবায়োটিক ঔষুধ সিপ্রোসিন বা আর হইল ইআসে ঐযে নাম যেনো কি মনে আসে না তো ঐরকম ই আর একটা ঔষুধ দিছে। ওগুলা কিনা খাইসি।

প্রশ্নকর্তা: ওগুলা কি ওদের কাছে নাই? মানে কি হয় বলেন তো একটু।

উওরদাতা: ওরা বলে যে ঔষুধ ওদের কাছে আসে না বা সরকার দেয় না ঐ ঔষুধ গুলা । বাহির থেকে কিনা খাওয়া লাগে।

প্রশ্নকর্তা: তাইলে ওরা কেন লিখতেছে ?

উওরদাতা: লিখতেছে ঐটা দরকার বিধায় তাই লিখছে

প্রশ্নকর্তা: রোগীর কনডিশন দেখে বুঝছে?

উওরদাতা: হ। এটা দরকার।

প্রশ্নকর্তা: এটা এটা খাওয়াইতে হবে? কিন্তু এটাকি ওদের কাছে আসে ? আপনার কাছে কি মনে হয়?

(২৫ মিনিট ০২সেকেন্ড)

উওরদাতা: নাই। থাকলে ওরা দিত। কারন এক্তুডি ঔষুধদেয় ঐ ঔষুধটা থাকলেকি আমাদের দিব না? ঐটাতো তাদের খাওয়ার জন্য না। ঐটা পাবলিক এর জন্য, যে পাবলিক অসুস্থ হলে ঐটা ঐজায়গায় যাইব তারপরে চিকিৎসা নিব।

প্রশ্নকর্তা: মানে এটাকি বিষয়টা এরকম হয়যে ওরা ধরেন আপনার কি কয়দিন এজন্য লিখসে ঐ ঔষুধটা ঐযে সিপ্রোসিনের কথা বললেন?

উওরদাতা: সাতদিন।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা। ঐটা কি একটাও দিয়েছে ঐখান থেকে না সবগুলা কিনে নিতে বলছে বাইরে থেকে?

উওরদাতা: সবটি চোদ্দটা ক্যাপসুল চোদ্দ টাকা দিয়ে কিনা খাইছি।

প্রশ্নকর্তা: ঐটা কি বলসিলেন কি নাম বলসিলেন ঐটা?

উওরদাতা: সিপ্রোসিন।

প্রশ্নকর্তা: সিপ্রোসিন।, ঐটা কি ধরনের ঔষুধ?

উওরদাতা: এই পেরাসিটামলের মোতনই লম্বা ক্যাপসুল জাতীয়।

প্রশ্নকর্তা: ক্যাপসুল না?

উওরদাতা: কিন্তু ট্যাবলেট ই, ক্যাপসুল এরমত লম্বা ।

প্রশ্নকর্তা: ঐটা কি কাজ করে? কেন এটা খাওয়া হয়?

উওরদাতা: ঐটা হল সমস্যা হইসিল ভিতরে ঘাও নাকি কি যেন আছিল ঘা শুকানোর জন্য দিছিল।

প্রশ্নকর্তা: আপনার এটা?

উওরদাতা: হুম।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তো এটাকি ঐযে আপনি বলতেছিলেন যে এন্টিবায়টিক এটা এন্টিবায়টিক । এখন এন্টিবায়টিকটা কি সবসময় ওরাকি দেয় না? সরকারী হসপিটাল গুলা বা যেখান থেকে আপনারা ফ্রি ঔষুধ পান ঐযে টিকেটের মাধ্যমে এইজায়গা গুলোতে কি এই ঔষুধ গুলা দেয় নাকি দুইটা পাঁচটা দেয় বলে যে বাকি গুলা কিনে খাইয়েন? মানে এই বিষয়টা কি দারায়?

উওরদাতা: আপনের যে যতডি সম্ভব অতটুকু দেয় তারপরে যখন ওদের কাছে না থাকে ঐগুলা কিনা খাওয়া লাগে। পরবর্তীতে যেমন সিপ্রোসিন গুলা ঐগুলা আসে না এ জায়গায় । ঐগুলা কিনা খাওয়ন লাগব। তারপরে মোক্সাসিন ক্যাপসুল আসে ওগুলা আসে না। ওগুলাও কিনা খাওয়া লাগে।

প্রশ্নকর্তা: এইযে সিপ্রোসিন আর মোক্সাসিন এর কথা বললেন এগুলা কি ধরনের ঔষুধ? কোন টাইপের ঔষুধ? তো আপা আমরা এন্টিবায়টিক এর কথা বলতে ছিলাম এন্টিবায়টিক গুলা আসলে। এন্টিবায়টিক বলতে আপনি কি বুঝেন? আপনে কিন্তু নাম বলসেন যে দুইটা তিনটা ঔষুধের কথা । এন্টিবায়টিক বলতে আপনি কি জানেন?

উওরদাতা: এন্টিবায়টিক বলতে জানিযে আপনের যে পেটে সমস্যা হইলে বা এইযে মুখে ঘা হইলে ডাক্তারে লেখে অই জন্য এটা জানিযে এটা খাইলে কি ভালো হয় । এজন্য সিপ্রোসিন বা মোক্সাসিন বা ঐযে আর কয়েকটা ট্যাবলেট আছে কিন্তু এখন মনে পড়তেছে না ।

প্রশ্নকর্তা: জি।

উওরদাতা: ওগুলা খাইলে মোটামুটি সুস্থ ।

প্রশ্নকর্তা: সুস্থ হয়ে যান না?

উওরদাতা: হুম।

প্রশ্নকর্তা: তার মানে এন্টিবায়টিক খাইলে মানুষ সুস্থ হয়ে যায়? এন্টিবায়টিক কিভাবে কাজ করে? কি কাজ করে ? এবিষয়টা কি যানেন? বলেনতো একটু।

উওরদাতা: জানি। ছত্রিশটা রোগের কাজ করে এন্টিবায়টিকে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উওরদাতা: মনে তরেন ঐযে দাঁতের মাড়িতে ঘা থাকলে, তারপরে জরায়ুতে সমস্যা থাকলে, আপনার পেটের পাতলা পায়খানার পরে যে পায়খানার রাস্তায় ঘা হলে ওগুলা হলে কোনো যায়গায় কাইটে গেলে ক্ষত স্থান গুলায় ওগুলা কাজ করে বা অপ্রসনের পরে ওগুলা লেখে ডাক্তার। ওগুলা খাইলে মনে করেন সমস্যা সমাধান।

প্রশ্নকর্তা: সমস্যা সমাধান হয়ে যায়?

উওরদাতা: হুম।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে এন্টিবায়টিকের মেইন কাজটা কি সে কি করে?

উওরদাতা: ঘা শুকায়।

প্রশ্নকর্তা: ঘা শুকায় ? আর কি করে? এইযে এইযে ঘা টা কোথা থেকে হয়? কি কারনে ঘা টা---

উওরদাতা: আপনের এযে কোনো জায়গায় অপরেশন করলে বা এইযে জরায়ুতে মহিলাদের সমস্যা হয় বা দাতেঁর মাড়িতে রক্ত আসে ওগুলার কারনে।

প্রশ্নকর্তা: তারমানে এগুলা এগুলা হয় কেন? এগুলা কি কারনে হয় ? এন্টিবায়টিকের কাজটা কি তাহলে? যেটা আপনি বলসেন ঔটা ঠিক আছে সব সমস্যা সমাধান করে দেয় । সমস্যাটা কি ? সমস্যাটা একটা বিষয় আছে না নিসচয় সে এর ভিতরে একটা তৈরী করসে একটা যার্ম বা একটা জীবানু তৈরী হইসে? এখন এটা শরীরের ভিতর আপা এন্টিবায়টিক কিভাবে কাজ করে? আপনিতো বললেন যে এই ইয়াটা ঠিক আছে এই মেলা রোগের কথা বললেন ছত্রিশটা রোগের কথা বললেন। এরা শরীর এর ভিতর কিভাবে কাজ করে?

উওরদাতা: শরীরের ভিতরে কাজ করে খাওয়ার পরে মনে করেন যে শরীরের সাথে এডজাস্ট হয়। তারপরে অসুখ গুলা ভাল হয়।

প্রশ্নকর্তা: তারমানে সেকি শরীরের ভিতরে কি হয় মানুষের রোগ?

উওরদাতা: হ্যা। অসুখ হওয়ার পরেই তো ঔষুধগুলা খাওয়া লাগে।

প্রশ্নকর্তা: হুম। তো সে কি করে এন্টিবায়টিক ভিতরে কি কাজ করে?

উওরদাতা: ঘা শুকায়।

প্রশ্নকর্তা: ঘা শুকায় ফেলে ?

উওরদাতা: হুম।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আর তো এইযে এন্টিবায়টিকের কথা গুলা বললেন এন্টিবায়টিক কিনার জন্যে কি কোনো প্রেসকিপশন লাগে? আপনিতো এন্টিবায়টিক কিনেন বা খান তাইনা?

উওরদাতা: লাগে। লাগে এখন আমার হইল খাইতে খাইতে মনে করেন এখন আমি নিজেই আনতে পারি।

প্রশ্নকর্তা: আপনি নিজেই?

উওরদাতা: আনতে পারি।

প্রশ্নকর্তা: আনতে পারেন কিভাবে?

উওরদাতা: কারন ঐ ঔষুধগুলা খায়া ঔষুধের নাম গুলা মুখস্ত হয়ে গেছে।

প্রশ্নকর্তা: হুম।

উওরদাতা: এজন্যে বাজারে গেলে নিজেই যখন দেখি ঐরকম লাগে তখন ঐ ঔষুধগুলা আমি নিজেই নিয়ে আসি ।

প্রশ্নকর্তা: হুম। কিভাবে আনেন একটু বলেন?

উওরদাতা: ডাক্তারের কাছে যায়া। বাইরে এইযে ফার্মেসারের ডাক্তার আছে ঐগুলার কাছে যায়া তারপরে নিয়ে আসি।

প্রশ্নকর্তা: কি করেন ওদের কে যেয়ে কি বলেন?

উওরদাতা: যেয়ে এই ঔষুধের নাম বলি। যে এই ঔষুধগুলা দেন আমারে।

প্রশ্নকর্তা: তখন কি তারা দিয়ে দেয়? প্রেসকিপশন চায় নাকি?

উওরদাতা: না। প্রেসকিপশন চায় । আর চেনা হুনা ডাক্তার আছে ওরা চায় না। ওরা যানে যে এই ঔষুধগুলা উনি খায় এজন্যে তারা চায় না।

(৩০ মিনিট ০৭সেকেন্ড)

প্রশ্নকর্তা: হুম। তো এটা কোন রোগের জন্য ? কোন ধরন? কোন টাইপ? কতদিনের জন্য ? এগুলা কি তারা কিছু বলে বা কি খাইতে হবে না এগুলা আপনিই নিয়ে নিজের মত করে নিয়ে খান?

উওরদাতা: না নিজের মত করে খাই না ডাক্তার আগে লেখে পরে দেখিযে প্রথম কোর্স কয়দিনের ছিল ।

প্রশ্নকর্তা: হুম।

উওরদাতা: ঐ কোর্স শেষ হইসে কিনা পরে যদি শেষ না হওয়ার পরে আপনের যে যদি না নিয়ে আসি ভালো লাগলে তো খাই না, একটু একটু ভালো লাগলে তখন বাদ দেই।

প্রশ্নকর্তা: হুম।

উওরদাতা: পরবর্তীতে দেখি যে ঐরকমই আবার লাগে (... .. .. ৩০: ৩৮. .. .. ..) তখন ঔষুধগুলা নিজেই কিনা নিয়া আসি।

প্রশ্নকর্তা: বাদ দেন মানে কি বলতে ছিলেন? বাদ দেন বলতে কি বুঝাইছেন?

উওরদাতা: যেমন চোদ্দটা ক্যাপসুল লিখলে ।

প্রশ্নকর্তা: জি।

উওরদাতা: সাতটা নিয়ে আসলাম নিয়া আইসা সাইরা একটু ভালো লাগলো পরে আর খাইলাম না।

প্রশ্নকর্তা: কেন?

উওরদাতা: আনি না এজন্যেই যে টাকা সমস্যা হয় এজন্য আনি না কেন খেন কত কত সময় আমি বলিযে যখন ভালো লাগব তখন আর খাওয়ার দরকার নাই।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উওরদাতা: পরবর্তীতে বেশী হয়ে গেলে তখন আবার যাই ।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে আপনার যে কোর্সটা দেয় এ কোর্সটা আপনি অর্ধেক খান আর অর্ধেক আপনি অনেক সময় খান না কারন ভাল্ লাগসে এজন্য আপনি খান না ?

উওরদাতা: হুম। যখন ভালো লাগে তখন আর খাই না । যখন ভালো না লাগে তখন পুরা কোর্সই শেষ করি।

প্রশ্নকর্তা: হুম। এরম কখন হইসে যে আপনি অর্ধেক খাইসেন আর খান নাই?

উওরদাতা: হ্যা। কয়দিন আগেই খাইসি। ঐযে স্যালাইন করসিল তখন খাইছি।

প্রশ্নকর্তা: কি হইছিল বলেন তো?

উওরদাতা: তখন ঐযে প্রসাবে ইনফেকশন হইসিল ।

প্রশ্নকর্তা: হুম।

উওরদাতা: পরে এজায়গা থেকে ঔষুধ লিখসিল চোদ্দদিনের পরে সাতদিন খাইসি পরে মোটামুটি সুস্থ । পওে আর খাই নাই।

প্রশ্নকর্তা: হুম। খান নেই কেন?

উওরদাতা: ভালো লাগছে বিধায় খাই নাই।

প্রশ্নকর্তা: ভালো লাগসে বিধাই খান নাই?

উওরদাতা: হুম।

প্রশ্নকর্তা: তো এটা কি মনে করেন না যেটা আমার শেষ করা উচিৎ ছিল? আমার খাওয়াটা উচিৎ ছিল?

উওরদাতা: উচিৎ ছিল। কিন্তু খাইলাম না।

প্রশ্নকর্তা: হুম। কেন খান নাই?

উওরদাতা: আপনের যে খাই নাই একারনে যে আমার যখন অসুস্থ হল তখন আবার এ বাচ্চা অসুস্থ হইল।

প্রশ্নকর্তা: হুম।

উওরদাতা: পরে এখন আমি কিনলে এরে নিয়ে সমস্যায় পরি। পরে আমি না ইকইরা ওরে নিয়া গেছি ডাক্তারের কাছে। ওরে খাওয়াইছি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তাহলে এই একটা ছিল এই জিনিসটা । তো আপনার কি কখনো মনে হইসে এটা আসলে পুরাটা শেষ করে দেওয়া উচিৎ বা আমি এইযে খাই নাই ? হ্যা?

উওরদাতা: হুম। মনে হয়যে পুরাটাই শেষ করলে মনে হয় আর কোনদিন হবে না। কিন্তু সমস্যার কারনে খাই না।

প্রশ্নকর্তা: এরকম কি কখনো হইসে যে আপনি ঔষুধ কিনেছেন এযে এন্টিবায়টিকটা কিনেছেন সাতদিনের কথা চোদ্দদিনের বলছেন চোদ্দদিনের কিনেছেন, সাতদিন খাইসেন ভালো হইসেন আর সাতদিন খান নাই মানে রাইখা দিসেন ঔষুধ একবারে কিনা নিয়া আইসেন অ্যা ঔষুধ কি একবারে কিনেন নাকি ভাগ ভাগ করে ?

উওরদাতা: না অর্ধেক করে নিয়ে আসি।

প্রশ্নকর্তা: অ্যা?

উওরদাতা: অর্ধেক করে নিয়ে আসি।

প্রশ্নকর্তা: অর্ধেক করে নিয়ে আসেন? সবসময়ই কি অর্ধেক করে নিয়ে আসেন?

উওরদাতা: প্রতিক্ষনেই অর্ধেক করেই নিয়ে আসি। কারন--

প্রশ্নকর্তা: কি কারন? কি বুঝার চেষ্টা করেন অর্ধেক করে আইনে?

উওরদাতা: অর্ধেক করে কারন তখন টাকার সমস্যা থাকে, একারনে অর্ধেক নিয়ে আসি ঐডি খাওয়ার পরে যদি টাকা হয় পরে আনি না হলে আর আনি না। এজন্যে--

প্রশ্নকর্তা: রোগ কি ভালো হয়ে গেসে মানে কি হয়?

উওরদাতা: ভালো লাগে । অর্ধেক সাতদিন খাওয়ার পরে মোটামুটি ভালো লাগে।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা তখন আর আপনি খান না?

উওরদাতা: না। আমি ইচ্ছা করেই খাই না তখন।

প্রশ্নকর্তা: আমি এখন যানতে চাচ্ছি এটা হইতেসে এমন কি কখনো হইসে যে আপনি এন্টিবায়টিক এনে বাসায় রেখে দিসেন খান নাই কিন্তু ভবিষ্যতে খাবেন এরকম ঘরে এখনো আসে এরকম কোনো ঔষুধ আসে যে এন্টিবায়টিকটা আসে ঘরের ভিতরে?

উওরদাতা: আছে।

প্রশ্নকর্তা: এন্টিবায়টিক আসে এরকম।

উওরদাতা: আপনের যে ভিটামিন আছে মুখে রুচি হয়ার আছে আর হইল ঐযে গ্যাসের বড়ি আছে।

প্রশ্নকর্তা: গ্যাসের বড়ি ?

উওরদাতা: ওগুলা খাই না দুইদিন ধরে।(. . . . . ৩৩:২৮. .. .. .) কিন্তু খাইবার মন চায়।

প্রশ্নকর্তা: নাহ। এন্টিবায়টিক যেটা ঐযে --

উওরদাতা: এন্টিবায়টিক নাই।

প্রশ্নকর্তা: যেমন সিপ্রোসিন এর কথা বললেন মোক্সাসিনের কথা বললেন।

উওরদাতা: ঐটা নাই।

প্রশ্নকর্তা: এগুলা আনসেন রাইখা দিসেন ভবিষ্যতে খাইবেন আবার অসুখ হইলে ঐযে আবার যদি ব্যাথাটা দেখায়

উওরদাতা: হ্যা বাবুর জন্য একটা সিরাপ আইনা থুইছি।

প্রশ্নকর্তা: বাবুর জন্য আইনা থুইছেন?

উওরদাতা: হ ।

প্রশ্নকর্তা: কিরকম?

উওরদাতা: থাইমক্সিল সিরাপ আনছি হাসপাতাল থেকে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উওরদাতা: পরিবার পরিকল্পনায়।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা ।

উওরদাতা: একটা সিরাপ আইনা রাইখা দিসি। ফাস্টের দিনই গেসি নিয়া আসছি ঐটা খাওয়াইছি পরে পরের দিন যাইয়া সাইরা ঐটা আইনা রাইখা দিসি খাওয়াই নাই ঐটা।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: আসেই ঐটা।

প্রশ্নকর্তা: ঐ ঔষুধটার আমি একটু ছবি নিব হ্যেয়? ঐ ঔষুধটা যে রাখসেন ঐ ঔষুধটা একটু ছবি নিব ঠিক আছেনি? ঐটা আমরা একটু দেখব যে মানে থাইমক্সিল যে ঔষুধটা ঐটা আমরা একটু ছবি নিয়ে রাখব আর কি। অসুবিধা হইব নাকি আপনার কোনো?

উওরদাতা: অসুবিধা বলতে কি বুঝাইব ঐটা সরকারী ঔষুধ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা। না ঐটা ঐ সরকারী হোক বেসরকারী সেটা না আমরা জানতে চাচ্ছি এযে আমরা বাসাতে রেখে দেই অনেক সময় ঔষুধটা ভবিষ্যতে খাওয়াইবো ভবিষ্যতে যদি লাগে । তাইনা?

উওরদাতা: ওরতো ঠান্ডা আসেই আজকে বা কালকে এগুলা লাগবেই ঔষুধ।

প্রশ্নকর্তা: তো তাইলে ইরকম মাঝে মধ্যে আপনি ঔষুধ তাইলে আপনারা রেখে দেন যেটা ভবিষ্যতে--- ?

উওরদাতা: না আজকেই প্রথম রাখছি। আর কোনো দিন রাখি নাই।

প্রশ্নকর্তা: এই প্রথম রাখসেন?

উওরদাতা: হুম।

প্রশ্নকর্তা: এই প্রথম কেনো রাখসেন?

উওরদাতা: যে ঔষুধ ঐটা খাওয়ার পর একটু ভালো দেখলাম দুইদিন এজন্য বললাম যে আবার পরে সমস্যা হইলে বা পরে খাওয়ন যাইব আর আশে পাশে বাচ্চা আছে ওদের সমস্যা হইলে দৌড়র পাইরা আসে রাত্রে বা দিনের বাগে তখন যায়ে পায় না পরে ওদের দেই। এজায়গায় যে দেখলেন পেটে বাচ্চা গলা দিয়ে রক্ত পরে হুম ওর মেয়ের হইল সমস্যা হইল ঠান্ডা জর। বাবুর জন্য নিয়ে আসলাম সিরাপ পরে বলল যে এটা আমাগো দাও তোমরা পরে আইনা নিও ।

(৩৫ মিনিট ০৯সেকেন্ড)

প্রশ্নকর্তা: হুম।

উওরদাতা: পরে উনারে দিয়া পরে আমি আবার ফিরত যায়া আনলাম। এরকম হয় দেখে ঐদিন আমি দুইটা সিরাপ আনছিলাম।

প্রশ্নকর্তা: ঐটাকি মানে আমাকে একটু বুঝায়া বলেন কিভাবে আপনারা কি করেন?

উওরদাতা: থাইমক্সিন সিরাপ দুইটা আনছি আমি। একটা ওরে খাওয়াইসি আর জর আর ব্যাথা যেডা থাকে ঐবাড়ি পাশের বাড়ির মেয়েটারে দিছি। ওর ও ঐঅসুস্থতা অসুস্থ ছিল।

প্রশ্নকর্তা: ঐটাকি আপনার মেয়ের জন্য যেটা খুলছেন ঐটা থেকে দিসেন না আস্ত একটা ?

উওরদাতা: না। পুরাটাই খুলি নাই।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উওরদাতা: পুরাটাই দিয়ে দিছি। পরে ওর জন্য আবার ফিরত ফিরা আনছি।

প্রশ্নকর্তা: তো ওর জন্য এ ঔষুধ লাগবে এটা কে বল্‌ল?

উওরদাতা: আমি জানি।

প্রশ্নকর্তা: কিভাবে?

উওরদাতা: আমি ঐ ওর হল ভাব দেখে বুঝছি আরকি যে এই ঔষুধটা খাইলে ওর ভালো লাগব বা ভাল হইব।

প্রশ্নকর্তা: এটাকি এ-- এরকম আমাদের সকল মা বা বোনেরা এইযে আসে পাশে টাকি ঔষুধ ধার দেয়? এরকম মানে কারো কিছু লাগলে ?

উওরদাতা: না আমি দেই।

প্রশ্নকর্তা: কিরকম দেন? আপনি একটু বলেনতো।

উওরদাতা: আমি এগুলা হইল এইযে মিরজাপুর হাসপাতালে গ্লোন সরোয়ার আছে না আর জামাল স্যার আছে ওদের কাছে হল আমি একমাস চারদিন ট্রেনিং নিছিলাম। পরে ওদের কাছে থিকে জানা শুনা আছে একারনে একটু একটু বুঝলে ঐটা দেই আমি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আপনে একটু বুঝেন দেখে দেন?

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: কিন্তু আমি যদি এইযে এটা কি আপনি একবারে দিয়া দিসেন নাকি ধার দিসেন? যে আবার আমারে পরে দিবা।

উওরদাতা: একবারে দিসি যে ও কৈ পাইব দিব?

প্রশ্নকর্তা: মানে সে আপনার কাছে পরামর্শের জন্য আসছে? যে আমার মাইয়ের? মানে বিষয়টা কি ঘটছিল আমাকে একটু বলেন?

উওরদাতা: ওর হল ঠান্ডা জর ছিল। পরে ও বাবুর জন্য ঔষুধ আনছি ঐ সিরাপটা পরে ওরে আমি দিয়া দিসি কারন ওর এটা দরকার এখন আমার বাবু তখন কম ছিল একটু আর ঔতি একবারে পুরাটাই অসুস্থ ছিল। পরে ওরে দিসি আর তারপরের দিন ওর লেগে যায়া নিয়ে আসছি ।

প্রশ্নকর্তা: আবার ওর জন্য নিয়ে আসছেন?

উওরদাতা: হুম।

প্রশ্নকর্তা: তো ঐযে উনাকে দিলেন উনিতো প্রেসকিপশন করে নাই বা জানে নাই আপনিতো ডাক্তার না কিন্তু আপনি যা-- আপনি কিভাবে বুঝলেন যে উনাকে একই ঔষুধ দিলে চলবে?

উওরদাতা: ঠান্ডা জর বয়স কম বয়স তিন বছর আর ওর দুই বছর সমানইতো ওরে যে সিরাপ লিখব ওরেও ঐ সিরাপই লিখব।

প্রশ্নকর্তা: ঐ সিরাপই লিখবে না?

উওরদাতা: হুম।

প্রশ্নকর্তা: তো ঐটা কত দিন খাওয়ান লাগবো কেমনে কি?

উওরদাতা: হ জানি বার ছোল বার চামচ পানি দিয়ে গরম পানি কুসুম কুসুম পানি ঠান্ডা করে তারপরে গুলা লাগব। বইলা দিসিল এডি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । আর একটা জিনিস হইসে এরকম কি কোনো প্রেকটিস আছে যে ধরেন একটা ঔষুধ খাওয়াচ্ছেন আপনার সে ঔষুধটা অ্যা ঐরকম আপনার আসে পাশে কেউ হটাৎ করে এমন হয়ে গেসে অসুখ হয়ে গেসে দৌড়ায় আসছে আপনার কাছে যে তুমি যেটা খাওয়াইস ঐ ঔষুধটা আমারে একটু দাও ?

উওরদাতা: দেইনা আমি। অত--

প্রশ্নকর্তা: আসে এরকম? কি হয়?

উওরদাতা: আওয়ার তো অত ইহলে দেইনা আমি কারন বাজার কাছে ডাক্তার আছে নিয়ে যায় ঐজায়গায়।

প্রশ্নকর্তা: আসে এরকম মহিলারা আসে? এখানে একজনের সাথে?

উওরদাতা: আসে।

প্রশ্নকর্তা: কি জন্য আসে বলেনতো?

উওরদাতা: শুনার জন্যে আসে। এইযে ভাবী দেখলেন ঐ ভাবী ঔষুধ খাইলে আমার কাছে আইব বা কইব এই ঔষুধ আমি কিনা খামু বা এইটাকি খাওয়া ঠিক হইব? যদি দেখিযে ঠিক হইব তখন কইযে ঠিক হইব না থাকলে কই যে না চলব না।

প্রশ্নকর্তা: তো আপনে তো ঔষুধগুলা আনেন এন্টিবায়টিক এগুলার কথা বলতেছেন প্রেসকিপশন আপনার লাগেনা বলছেন তো প্রেসকিপশনটা মানে লাগে না?

উওরদাতা: ফাস্টে লাগসে। ফাস্টে যখন যেমন আপনি ডাক্তার আপনে আমারে দেইখা প্রেসকিপশন করে দিলেন ঐ ঔষুধটা প্রতি একমাস বা দেড়মাস বা পনেরদিন চোদ্দদিন খাইলে ঐটা হল জানা যায়যে এই ঔষুধটা এখন দরকার আমার ।

প্রশ্নকর্তা: হুম।

উওরদাতা: বা ভালো লাগে।

প্রশ্নকর্তা: হুম।

উওরদাতা: এবিধায় ঐটা আমার জানা আসে। যে এই ঔষুধটা এখন দরকার আমার বা এটা খাইলে আমার ভালা লাগব। এরজন্য আমি এটা নিয়া যাই ।

প্রশ্নকর্তা: তো একবারই প্রেসকিপশন করসে ঐটা দিয়ে কতদিন চলে আপনার?

উওরদাতা: পাঁচ মাস।

প্রশ্নকর্তা: পাঁচমাস ধরে এই ঔষুধ আপনি নিজে নিজে আইনে খাইতে পারেন?

উওরদাতা: হ।

প্রশ্নকর্তা: তারপর কি করেন?

উওরদাতা: তারপর যখন দেখিযে কমে না পরে আবার ডাক্তারের কাছে যাই।

প্রশ্নকর্তা: পরে আবার ডাক্তারের কাছে যান না?

উওরদাতা: আর যদি দেখি ভালো লাগে তখন ।

প্রশ্নকর্তা: তো আপনি কি এক্ষেত্রে কোনো নিদিষ্ট এন্টিবায়টিক আছে যেটার প্রতি আপনার বেশী পছন্দ বেশী ভালো লাগে এটা খাইলে আপনি বেশী মনে করেন যে একটু সুস্থ হয়ে যান এরকম কোনো এন্টিবায়টিকের বিশেষ পছন্দ আছে ?

উওরদাতা: পছন্দ বলতে কিছু বুঝি না অসুখের যেটা দরকার ঐটাই খাই । কারন এইযে একবার গলা অপারেশন করছি ঐসময় লেখছিল ঐগুলা খাইসি বা পেটে অপারেশন হইসে ঐটাইমেও যেডি লেখসিল ঐডিই খাইসি। বুঝছেন ? দুইটা অটারেশন হইসে ।

প্রশ্নকর্তা: কিন্তু এখনযে এই ধরেন একটা থাকে না যে আপনি খাইতে খাইতে এটা আপনে বলতে ছিলেন যে এটা আপনি জানেন এরকম কোনো একটা আছে কিনা এটা খাইলে আপনে ভালো হয়ে যান এরকম আপনি হয়ে যান যে বেশী আপনার অগ্রাধিকার কিনার ক্ষেত্রে আপনি এটাকেই পছন্দ করেন। আমার লাইগা এই ঔষুধটা নিয়া আসো বা আমি এই ঔষুধটা আনবো?

উওরদাতা: ঔষুধ কি মানুষ পচ্ছন্দ করে খায় ? ঔষুধ মানুষ খায় অসুস্থতার কারনে ।

প্রশ্নকর্তা: হুম।

উওরদাতা: ঔষুধতো পচ্ছন্দ করে খাওয়া হয়না কোনো সময়।

প্রশ্নকর্তা: হুম। মানে কোনো এন্টিবায়টিক এর কথা যদি বলি বেশী বিশেষ পছন্দ আছে নাকি যে এই এন্টিবায়টিকটা আমি আনব বা আমি খাবো?

উওরদাতা: ঐটার নাম মনে নাই এখন আমার ।

প্রশ্নকর্তা: হুম।

উওরদাতা: ঐ ঔষুধটা ভালো।

প্রশ্নকর্তা: কোন ঔষুধটা?

উওরদাতা: ঐ সিপ্রোসিনের পরিবর্তে আর একটা ঔষুধ আছে ঐটা খুব ভালো কাঁটা ছিড়ার জন্য বা--

প্রশ্নকর্তা: এজিট বা এরকম কোনো কিছু নাকি?

উওরদাতা: নাহ ঐটার দাম এক একটার দাম হইল ২৮ টাকা করে।

প্রশ্নকর্তা: এক একটার দাম ২৮টাকা করে ।কোন কম্পানির এটা কিছু জানেন?

উওরদাতা: স্কয়ার ।

প্রশ্নকর্তা: স্কয়ারের?

উওরদাতা: হুম।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আচ্ছা। তো সর্বশেষ আপনিযে ঔষুধ আনসেন আপনাকে কয়টা দাওয়া হইসিল এন্টিবায়টিক?

(৪০ মিনিট ০৮সেকেন্ড)

উওরদাতা: চোদ্দটা।

প্রশ্নকর্তা: চোদ্দটা আপনার জন্য? আর বাচ্চার জন্যযে আনলেন বা এযে এই সাতদিন আগে?

উওরদাতা: হুম। সিরাপ আনসিলাম।

প্রশ্নকর্তা: তাকে কয়বার খাওয়াইতে বলছে সেগুলো?

উওরদাতা: দিনে তিনবার।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা। কতদিন?

উওরদাতা: সাতদিন। আর আপনার জর আ-- জরের সিরাপ হল যখন জর আসে তখন।

প্রশ্নকর্তা: হুম।

উওরদাতা: আর জর না আসলে খাওয়ানো যাবে না।

প্রশ্নকর্তা: কে আনছে এগুলা ?

উওরদাতা: আমিই আনছি।

প্রশ্নকর্তা: আপনে নিয়ে আসছেন কোথা থেকে?

উওরদাতা: বাজার থেকে।

প্রশ্নকর্তা: বাজার থেকে ? আর তো সেক্ষেত্রে প্রেসকিপশন লাগছে এইটা আনতে?

উওরদাতা: বাবু ডাক্তারের প্রেসকিপশন লাগছে।

প্রশ্নকর্তা: বাবু ডাক্তারের? বাবু ডাক্তার কি এম.বি.বি.এস ডাক্তার ?

উওরদাতা: উনি সরকারী ডাক্তার ।

প্রশ্নকর্তা: সরকারী ডাক্তার ।

উওরদাতা: হুম।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা তো সে?

উওরদাতা: জিকেসরকার উনার নাম ।

প্রশ্নকর্তা: জিকেসরকার ? তো উনি যখন লিখছে তখনকি টাকা পয়সা নিছিল?

উওরদাতা: না উনি ভিজিট নেয়না।

প্রশ্নকর্তা: ভিজিট নেয় না তো এইযে ঔষুধটা আনছেন সেটার জন্য কয় টাকা লাগছিল?

উওরদাতা: ঔষুধ একটা ৮৫টাকা লাগছে আর একটা হইল বিশ টাকা লাগছে।

প্রশ্নকর্তা: ৮৫টাকা কোনটা লাগছে?

উওরদাতা: ঐযে থাইমক্সিল ঐটা ।

প্রশ্নকর্তা: হুম আর?

উওরদাতা: আর হইল পেনিল বা নাপা ঐগুলা বিশ টাকা।

প্রশ্নকর্তা: তো ঐটার দাম বেশী কেন এইটার দাম কম কেন?

উওরদাতা: ঐটার দাম বেশী কি জন্যে ঐটা কিভাবে বলব? ঐটা এন্টিবায়োটিক আর এটা হচ্ছে জরের আর ব্যাথার ।

প্রশ্নকর্তা: হুম।

উওরদাতা: বাচ্চাদের মাথা ব্যাথা করলে চোখ দিয়ে পানি আসে আর জর আসলে ঐটার জন্যে । আর হইল এন্টিবায়োটিক আপনের যে ভিতরে ঠান্ডা কফ থাকলে ঐটা গলে যায় বা সাইরা যায় নাক দিয়া বা বমি করলে বাহির হইয়া আসে।

প্রশ্নকর্তা: হুম।

উওরদাতা: এজন্য ঐটার দাম বেশী ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । এ ঔষুধ গুলো আপনিতো সবগুলা আনসেন সব খাওয়াইসেন ওরে?

উওরদাতা: হুম। খাওয়াইসি।

প্রশ্নকর্তা: সবগুলা খাওয়াইসেন? খাওয়ায়ে কি ওর অসুখ ভালো হইসে আল্লাহ রহমতে? কি অবস্থা?

উওরদাতা: ভালোর দিকেই কিন্তু এখন এইযে পানি (-----৪১:৪১----) কারনে আবার ঠান্ডা লাগসে।

প্রশ্নকর্তা: সবগুলা খাইসে তো নাকি?

উওরদাতা: হ্যা সাতদিন খাওয়াইসি।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা।

উওরদাতা: সাতদিন খাওয়ার পরে সুস্থ হইসিল কিন্তু দুইদিন ধরে আবার এ ঠান্ডা জর।

প্রশ্নকর্তা: দুইদিন ধরে আবার ঠান্ডা জর?

উওরদাতা: হুম।

প্রশ্নকর্তা: এখন কি জর আছে?

উওরদাতা: এখন নাই রাত্রে বেলায় জর আসে।

প্রশ্নকর্তা: রাত্রে?

উওরদাতা: এখন ঠান্ডা আছে।

প্রশ্নকর্তা: ঠান্ডা আছে এজন্য কি ঔষুধ খাওয়াছেন ওরে?

উওরদাতা: এখন খাওয়াই না।

প্রশ্নকর্তা: এখন খাওয়ান না? তো ঐযে কোর্সটা কি শেষ হইসিল যে এটা ?

উওরদাতা: হ্যা সাতদিনের কোর্স শেষ হইসে।

প্রশ্নকর্তা: ঐটা শেষ হয়ে গেসিল? ঐটা সাতদিনে পুরাটা খাওয়াইসেন?

উওরদাতা: দুইটা একটা নাপা আর একটা থাইমক্সিল সিরাপ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তো এক্ষেত্রে আপা এন্টিবায়োটিকে যে মেয়াদের একটা বিষয় থাকে মেয়াদ উত্তির্ন এটা বিষয় থাকে?

উওরদাতা: সাতদিন মাত্র।

প্রশ্নকর্তা: একটা ঔষুধের মেয়াদ?

উওরদাতা: একটা ঔষুধ খোলার পর বাচ্চাদের সিরাপ সাতদিনের মধ্যে শেষ করা লাগে।

প্রশ্নকর্তা: হুম।

উওরদাতা: সাতদিনের বেশী খাওয়ন যাইব না। খাওয়াইলে সমস্যা দেখা দিবে ডাক্তার বইলা দেয় পরে ঐক্ষেত্রে ঐভাবেই ঐনিয়ম মতই চলি।

প্রশ্নকর্তা: আর একটা ডেটের বিষয় আসে না একটা ডেট ফেল করবে ডেট এক্সপেয়ার ?

উওরদাতা: হ্যা।

প্রশ্নকর্তা: ঐটা কি?

উওরদাতা: ডেট দেইখা আনি দোকান থেকে যখন নিয়া আসি তখন ডেট দেখিযে এটা কয় সালের বা কয় সালে উৎপাদন হইসে আর কয় সাল পর্যন্ত যাইব চলব।

প্রশ্নকর্তা: হুম।

উওরদাতা: ঐটা দেইখা তারপরে আনি।

প্রশ্নকর্তা: হুম। তো ডেট ফেল বলতে কি বুঝি আমরা?

উওরদাতা: এখন এইযে মনে করেন যে সতের সাল।

প্রশ্নকর্তা: হুম।

উওরদাতা: এই ঔষুধ যদি দেয় বাবুর জন্য তোএই ঔষুধ যদি ষোলসাল বা ষোলসালের ডিসম্বরের ই থাকে তো ঐটাতো ডেট ওভার হয়ে গেসে।

প্রশ্নকর্তা: এইটা আপনি কি আনবেন?

উওরদাতা: না ঐটা কোনো সময়ই আনবো না।

প্রশ্নকর্তা: কেন?

উওরদাতা: ঐটা আইনা খাওয়াইলে বাচ্চার সমস্যা দেখা দিব। এজন্য আনবো না।

প্রশ্নকর্তা: আর কি হবে?

উওরদাতা: বাচ্চা মারাও যাইতে পারে ঐসময়তে যে এই ঔষুধের মেয়াদ শেষ ঐটা তুমি খাওয়াইলা যে কোনো মুহূর্তে এক্সিডেন্ট হইতে পারে।

প্রশ্নকর্তা: এরকম কি কেও কোনো ডাক্তার ডেট ফেল ঔষুধ বিক্রি করে বা দেয়?

উওরদাতা: না। আমার জানা মতে দেখি নাই আমি এখনো ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: আনিও নাই আমি কোনো দিন।

প্রশ্নকর্তা: আপনার কাছে কি মনে হয় এন্টিবায়োটিক কি কখনো মানুষের ক্ষতি করে?

উওরদাতা: না এন্টিবায়োটিক মানুষের ক্ষতি করে না। ক্ষতি হলেও যতটুকু জানি মানুষের সাস্থ একটু শুকায় তাছারা আর বেশী কিছু হয় না। তাছাড়া অল বডি ভালো থাকে।

প্রশ্নকর্তা: অল বডি ভালো থাকে?

উওরদাতা: হুম।

প্রশ্নকর্তা: তাইলে এন্টিবায়োটিক খায় কেন মানুষ?

উওরদাতা: এন্টিবায়োটিক খায় ঐযে ঐগুলা সমস্যার জন্যে।

প্রশ্নকর্তা: ঐ সমস্যা গুলা যাতে সমাধান হয়?

উওরদাতা: সমাধান হয় এজন্যে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আপা এখন একটু গরুর বিষয়ে আসব। আমরা শেষ করে দিব খুব দ্রুত। যে আপনার যে গরু আছে বলছেন কয়টা?

উওরদাতা: দুইটা।

প্রশ্নকর্তা: দুইটা গরু আছে । তো এই গরু গুলা যদি কোন অসুস্থ হয় ঔষুধ লাগে এই সিদ্ধান্তটা কে নেয়?

উওরদাতা: বাবুর আব্বু নেয় বা বাবুর আব্বু যখন বাড়িতে না থাকে তখন আমি যাই ।

প্রশ্নকর্তা: আপনি যান এমনে দেখাশুনা করে কে গরু গুলোর ?

উওরদাতা: আমিই।

প্রশ্নকর্তা: আপনি?

উওরদাতা: হুম।

প্রশ্নকর্তা: আর বাবুর বাপে কি করে?

উওরদাতা: বাবুর বাপে কৃষি কাজ করে।

প্রশ্নকর্তা: কৃষি কাজ করে কিন্তু গরুর জন্য উনিকি কোনো সময় দেয়?

উওরদাতা: অবশ্যই দেয় এইযে এখন দিল গরু চকি থেকে নিয়ে আসল বা কুরা কারা দিব।

প্রশ্নকর্তা: এইযে এখন গরুকে খাওয়ার জন্য ইয়ে করে দিল না? আচ্ছা গরুর যদি কোনো ঔষুধ লাগে সে ঔষুধটা আপনারা কিভাবে আনেন কোথা থেকে আনেন ?

উওরদাতা: পশু ডাক্তার আছে গরুর।

প্রশ্নকর্তা: কি করেন একটু বলেনতো?

উওরদাতা: এইযে ডা:৩ উনি গরুর যদি শরীরে জর থাকে বা পাতলা পায়খানা হয় বা ক্রিমির ট্যাবলেট লাগে ওগুণা উনি দেয়।

প্রশ্নকর্তা: হুম।

উওরদাতা: পাতলা পায়খানা বা ঠান্ডা লাগলে উনি ইনজেকশন কওে আইসে সাইরা।

প্রশ্নকর্তা: আপনার এগরু গুলাকে কি কোনো এন্টিবায়োটিক দিয়েছেন কখনো?

উওরদাতা: না ঐদুইটা ছোট ছোট বাচ্চা একটার দেড় বছর আর একটার আট মাস।

প্রশ্নকর্তা: হুম।

উওরদাতা: দুইটাই বাচ্চা।

প্রশ্নকর্তা: দুইটাই বাচ্চা।

উওরদাতা: হুম।

প্রশ্নকর্তা: এগুলা কোনো এন্টিবায়োটিক দাওয়া লাগছে?

উওরদাতা: না। ঐগুলা এখনো দেই নাই।

প্রশ্নকর্তা: এখনো এন্টিবায়োটিক দাওয়া লাগে নাই?

উওরদাতা: নাহ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । তো এন্টিবায়োটিক দেন নাই। কোনো ঔষুধ কি গরুর জন্য ঘরে আইনা রাখসেন? এরকম কোনো?

(৪৫ মিনিট ০২সেকেন্ড)

উওরদাতা: না এখন পর্যন্ত খাওয়াই নাই তবে হইল অই কালাডা ঐদারে হইল ক্রিমির ট্যাবলেট খাওয়ান লাগব ডাক্তার বলসে যে ঐটাতো হইসে ইবাছুর কি জানি কয় ঐটারে? ক্রস।

প্রশ্নকর্তা: ক্রস?

উওরদাতা: হুম । এজন্য ঐটারে ক্রিমির ট্যাবলেট খাওয়ান লাগব।

প্রশ্নকর্তা: ক্রিমির ট্যাবলেট খাওয়ান লাগব কিন্তু এন্টিবায়োটি তো খাওয়ান নাই?

উওরদাতা: না ঐটারে কোন কিছুই খাওয়াই নাই এখন পর্যন্ত ঐদুইটার একটারেও

প্রশ্নকর্তা: কোন ঔষুধ লাগসে এই গত কিছু দিনের মধ্যে?

উওরদাতা: লাগছে ঐটার আম্মা মারা গেছে।

প্রশ্নকর্তা: গরুর?

উওরদাতা: হ্যা।

প্রশ্নকর্তা: কি হইছিল?

উওরদাতা: ঐটার হল শরীর গরম ছিল আর নাক দিয়ে পানি পড়সে।

প্রশ্নকর্তা: হুম তখন কি করছিলেন ?

উওরদাতা: পরে ডাক্তার আইনা ইসের ইনজেকশন করা হইসে পরে ঐটার চার হাত পাওয়ে শক্তি ছিল না দুর্বল ছিল দাঁড়ায়তে পারে নাই।

প্রশ্নকর্তা: হুম।

উওরদাতা: পরবর্তীতে তিনদিনের (------৪৫:৪১----) এটা মারা গেছে।

প্রশ্নকর্তা: ইন্নালিলাহ মারা গেসে। তো ঐ ঐযে মারা গেসিল তখন কোন ঔষুধ আইনা কি ঘরে রাখছেন যে ঔষুধটা পরে খাওয়াইবেন?

উওরদাতা: না না ঐধরনের কোনো চিকিৎসা নেই নাই ফাস্ট ঐ গরুটাই মারা গেল।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আপা শেষের দিকে একদম আপনি কি এন্টিমাইক্রোবিয়াল ডাইজিসটেন্ট কথাটা শুনসেন কখনো?

উওরদাতা: না শুনি নাই ।

প্রশ্নকর্তা: এটা কি জানেন এন্টিবায়োটিক রেসিসটেন্স কি?

উওরদাতা: না।

প্রশ্নকর্তা: এন্টিবায়োটিক রেসিসটেন্সের অসুস্থতা সম্পর্কে কখনো শুনসেন?

উওরদাতা: না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এটা কি ধরনের সমস্যা তৈরী করে এটা কি কখনো শুনসেন?

উওরদাতা: না তাও শুনি নাই।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । এন্টিমাইক্রোবিয়াল ডাইজিসটেন্ট হল এইযে আপা আপনি একটা কথা বলতে ছিলেন যে আমি সাতদিনের ঔষুধ দিসে চোদ্দটা , চোদ্দদিন ঔষুধ দিসে আমি সাতদিন খাইসি।

উওরদাতা: হুম।

প্রশ্নকর্তা: কিন্তু এরকম যদি আপনি দেখা যায় এন্টিবায়োটিক গুলো খেতে থাকি তাইলে অনেক সময় এন্টিবায়োটিক গুলা কাজ করে না এটাকে যদি এন্টিবায়োটিক কাজ না করে ঠিকমত তাইলে এটাকে আমরা এন্টিবায়োটিক রেসিসটেন্স বলে। বুঝছেন?

উওরদাতা: হুম।

প্রশ্নকর্তা : তো এটা হইসে বিষয় আরকি। তো এরকম কোনো সমস্যা হয় কিনা আপনি কি কখনো চিন্তা করে বলতে পারবেন? যে এন্টিবায়োটিক রেসিসটেন্স অসুস্থতা গুলো কিভাবে দুর করা যায়?

উওরদাতা: না এইটা জানি না কারন আমার জানা মতে শুনি নাই এখনো কারো কাছে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আপা ওকে আপা তো ভালো থাকবেন। আসসালামুআলাইকুম। আপা আপনার কোনো কিছু জিজ্ঞাসার আছে আমাকে? যদি জিজ্ঞেস থাকে আপনি আমাকে বলতে পারেন।